খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৫

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব

প্রফেসর ড. এম এ রহিম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

প্রফেসর ড. এম এ রহিম

বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ফলদ জাদুঘরের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান গবেষক এবং বাউকুলসহ অসংখ্য ফলের উদ্ভাবক প্রফেসর ড. এম এ রহিমের জন্ম ১৯৫৬ সালের ২২ জুলাই পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাঁশুড়িয়া গ্রামে। তাঁর পিতা আব্দুর রহমান বিশ্বাস ও মাতা আমেনা বেগম।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে কৃষি বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে বিএসসি এজি (অনার্স) ও ১৯৮২ সালে হর্টিকালচার বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এমএসসি এজি ইন হর্টিকালচার ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৮ সালে যুক্তরাজ্যের 'লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে তিনি প্ল্যান্ট ফিজিওলজি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর বেশ কয়েক বছর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের উইসকন্সিন ও ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর ও বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভারসিটি অব উইসকানসিন মেডিসন-এর Adjunct Faculty হিসেবে গবেষণা করছেন।

১৯৮২ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন এবং ১৯৯৭ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক এবং জার্মপ্লাজম সেন্টারের প্রধান নির্বাহী ও প্রধান গবেষক হিসেবে কর্মরত।

প্রফেসর রহিম ফল ও বনজ বৃক্ষগবেষণা, বৃক্ষ সংরক্ষণ ও উদ্ভাবন বিষয়ে দীর্ঘ ৩২ বছর যাবত কর্মরত আছেন। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত ফলদ বৃক্ষের জার্মপ্লাজম সেন্টারটি বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ ও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফলদ বৃক্ষের জাদুঘরে পরিণত হয়েছে।

তিনি সর্বমোট ৯০টি বিভিন্ন প্রজাতির ফল/সব্জি/মসলার জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের মাধ্যমে অবমুক্ত করেছেন। এ জাতগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে সফল আমের ২৫টি, পেয়ারার ১০টি, কুলের ৩টি, লেবুর ৪টি, জাম্বুরার ৫টি, লিচুর ৪টি, তেঁতুল ২টি, লংগান ২টি, ড্রাগন ৩টি, কামরাঙ্গা ৩টি, জামরুলের ৩টি, সফেদার ৪টি, মালটার ২টি, গাব ২টি, রসুনের ৪টি, মিষ্টি কুমড়ার ১টি, গাজরের ২টি, জলপাই, লটকন, আমলকি, ডুমুর, অরবরই, স্ট্রবেরী, কদবেল, কাঁঠাল, রাম্বুটান, আমড়া ও কাজুবাদামের ১টি করে জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে বাউকুল-১ উদ্ভাবন বাংলাদেশে রীতিমতো কৃষি বিপ্লব ঘটিয়েছে। প্রফেসর রহিমকে তাই অনেকেই "ফলের জাদুকর" বলে সম্বোধন করেন।

প্রফেসর রহিমের তত্ত্বাবধানে ২১ জন শিক্ষার্থী পি.এইচ.ডি ও ২৫০ জন শিক্ষার্থী এমএস ডিগ্রি লাভ করেছেন। বর্তমানে ৭ জন পিএইডি ও ২৫ জন এম.এস. পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী গবেষণা করছে।

প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁর লেখা প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৯টি।

প্রফেসর রহিম পৃথিবীর ৫২টি দেশে ১০৫টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে/ওয়ার্কশপে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জাতীয়ভাবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পেয়েছেন অনেক পুরস্কার। প্রাপ্ত অর্ধশতাধিক সম্মাননা ও পুরস্কারের মধ্যে-

(১) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বিএফআরআই, আইআরআরআই, বিনা; কৃষি সম্মাননা ও কৃতজ্ঞতা স্মারক- ২০১০;
(২) বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা কৃষি পদক- ২০০৯;
(৩) পেডরেলো কৃষি সম্মাননা পদক- ২০০৮; অন্যতম।

লবণাক্ত ও পাহাড়ী এলাকার ফল নিয়ে গবেষণা

প্রফেসর রহিম বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অতিরিক্ত লবণাক্ত মাটি, পাহাড়ী এলাকায় অম্লীয় মাটি, মঙ্গা এলাকায় বেলে মাটি ও বন্যা কবলিত উর্বর বেলে দোঁয়াশ মাটিতে জার্মপ্লাজম সেন্টার কর্তৃক মুক্তায়ীত ফলের অভিযোজন যাচাই এর ওপর গবেষণা করছেন। এ গবেষণাটি ড্যানিডার অর্থায়নে বাউ-জার্মপ্লাজম সেন্টার কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৬টি জাতের দেশের দক্ষিণাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ৮টি জেলার ১৫টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে ৩০ শতাংশ করে জমির ওপর ১২৯৬০টি চারার সমন্বয়ে ৬০টি মিশ্র ফলবাগান তৈরি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এডাপটেশন ট্রায়াল করেছে।

তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সোসাইটি বা ফোরামের আজীবন সদস্য তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: International Society for Horticultural Science (ISHS); International Tropical Fruit Network (TFNET); Fruit Science Society of Bangladesh; Seed Science Society of Bangladesh, Krishibid Institution; CARES, Bangladesh Society for Horticultural Science. তিনি বর্তমানে Fruit Science Society of Bangladesh (FSBS) ও Seed Science Society of Bangladesh (SSSB) এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি Hortex Foundation, MoA-এর পরিচালক হিসেবে হর্টিকালচার ক্রপের রফতানি বিষয়ে কাজ করছেন। এ ছাড়া তিনি অনেক প্রকাশনার এডিটর, এডিটরিয়াল বোর্ডের মেম্বার ও কার্যকরি পরিষদে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত আছেন।

প্রফেসর রহিম কনফারেন্স, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও গবেষণা কাজে বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ফ্রান্স, ব্রাজিল, তানজানিয়া, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, সোমালিয়া, কেনিয়া, লাওস, কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনামসহ বিশ্বের ৫২টি দেশ ভ্রমণ করেন।

তিনি মাদার তেরেসা গোল্ড মেডেল, অতীশ দীপঙ্কর গোল্ড মেডেল, নওয়াব ফয়জুন্নেসা গোল্ড মেডেলসহ ফলবৃক্ষ গবেষণা, উন্নয়ন ও রোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১২সহ অনেক সম্মাননা পদক ও অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. নরমান আরনক বরলগ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্মাননা-২০০৮ লাভ করেন। এ ছাড়া আমেরিকাতে বসবাসরত বাংলাদেশী অধিবাসীগণ দিয়েছেন বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার-২০০৮। তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স স্বর্ণপদক-২০১২, বাংলাদেশ একাডেমি ও এগ্রিকালচারাল সায়েন্সে-২০১৫ প্রভৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এবছর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে প্রফেসর ড. এম এ রহিমকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৫-এ ভূষিত করা হলো।

এ পর্যন্ত যাঁরা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক পেয়েছেন

২০১৪	অধ্যাপক এ কে আজাদ খান	বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি
২০১৩	ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন	বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সাবেক গভর্নর
২০১২	প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী	উপাচার্য, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি
২০১১	জনাব হাফেজ আহমেদ মজুমদার	চেয়ারম্যান, পুবালী ব্যাংক লিঃ
২০১০	জাতীয় অধ্যাপক ব্রি: (অবঃ) ডা. আবদুল মালিক	চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট
২০০৯	জনাব খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	সাবেক ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও কলামিস্ট
২০০৮	জনাব ভ্যালরী এ. টেলর	প্রতিষ্ঠাতা, সি আর পি, সাভার
২০০৭	জনাব কাজী ফজলুর রহমান	সাবেক সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
২০০৬	জনাব এম. সাহাবুদ্দিন আহমেদ	প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ডাচ বাংলা ব্যাংক ও সমাজসেবক
২০০৫	অধ্যাপক ড. এম.এইচ.খান	সাবেক উপাচার্য, বুয়েট ও প্রথম উপাচার্য, আউস্ট এবং সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
২০০৪	প্রফেসর ড. এম শমশের আলী	প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ
২০০৩	ড. ফসিউদ্দিন মাহতাব	বিশিষ্ট গবেষক, সমাজসেবক ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী
২০০২	ড. সিরাজুল হক	সাবেক এমেরিটাস প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
২০০১	প্রফেসর ড. ওয়াহিদ উদ্দিন আহমদ	সাবেক উপাচার্য, বুয়েট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা
২০০০	প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক	সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক মন্ত্রী
১৯৯৯	বিচারপতি মোস্তফা কামাল	সাবেক প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
১৯৯৮	জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান	বিশিষ্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ও সমাজসেবক
১৯৯৭	জনাব আজিজ উল হক	সাবেক মন্ত্রী ও উপদেষ্টা
১৯৯০	জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ
১৯৮৯	জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারমান ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী
১৯৮৮	জনাব এস এম আল হোসায়নী	সাবেক সচিব ও সাবেক চেয়ারম্যান, পিএসসি
১৯৮৭	জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম	প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশ ডায়বেটিক সমিতি ও হাসপাতাল
১৯৮৬	জনাব মোহাম্মদ ফেরদৌস খান	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাবেক ডি পি আই

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৫৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বর্তমানে ৪৩টি জেলার ১৭০টি উপজেলায় ১২০৪টি ইউনিয়নে ১৭১টি ফিল্ড অফিস এবং ৬৫টি প্রতিষ্ঠানগত অফিস-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবাকার্যক্রম পরিচালনা করছে। কার্যক্রমের সুবিধার্থে চর ও হাওড়, উপকূলীয়, পাহাড়ী, শহর ও বস্তি এবং লবণাক্ত এলাকা হিসেবে আলাদা আলাদা করে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো : নিরক্ষরতা দূরীকরণ, উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান, পানি ও স্যানিটেশন, পরিবেশ সংরক্ষণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবেলা, গৃহসংস্থান ও পুনর্বাসন, কারিগরি শিক্ষা, নারী ও শিশু অধিকার, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ উন্নয়ন, জনসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, বস্তি এলাকায় শিক্ষা স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, মাদক প্রতিরোধ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা, শিশু ও নারী পাচার রোধ, গবেষণা প্রভৃতি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিশন ইতোমধ্যে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার্কিং চিলড্রেন, আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, আহ্ছানিয়া মিশন-সৈয়দ সাদা'ত আলী মেমোরিয়াল এডুকেশন এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, আহ্ছানিয়া মিশন ইনস্টিটিউট অব সূফীজম স্থাপন করেছে।

সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী, নগরদোলা, বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউজ, হজ্জ ফাইন্যান্স কোম্পানি ও আহ্ছানিয়া-মালয়েশিয়া হজ্জ মিশন। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বমানের ৫০০ শয্যার আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল। দেশের বাইরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইউকে, ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডাতে অফিস রয়েছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসেবে প্রাপ্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'স্বাধীনতা পুরস্কার', ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার, গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক অ্যাওয়ার্ড, AGFUND আন্তর্জাতিক পরিবেশ পুরস্কার, ISESCO সাক্ষরতা পুরস্কার, ইউনেস্কো কনফুসিয়াস প্রাইজ ফর লিটারেসি এবং ইউনেস্কোর ওয়েনহুই অ্যাওয়ার্ড ফর এডুকেশন ইনোভেশন পুরস্কার।

Prepared by: Public Relations Division, DAM

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

বাড়ি # ১৯, সড়ক # ১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল: dam.bgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েব সাইট: www.ahsaniamission.org.bd

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক ২০১৫

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব

প্রফেসর ড. এম এ রহিম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন